৩. **মঙ্গোলয়েড গোষ্ঠী** ঃ গাত্রবর্ণ— ফর্সা, নাসিকা— চ্যাপ্টা, মুখমণ্ডল— গোল ও চওড়ামুন্ড এবং গোঁফ দাড়িহীন মুখ, দেহের গড়ন— ক্ষুদ্র থেকে মাঝারি উচ্চতার প্রায় লোমহীন শরীর।

৪. **ভূমধ্যসাগরীয় মেডিটেরিনিয়ান গোষ্ঠী** ঃ গাত্রবর্ণ— শ্যাম বর্ণ থেকে ফর্সা, নাসিকা— সরল, মস্তিষ্কের গড়ন— লম্বামুন্ড, দেহের গড়ন— মাঝারি থেকে লম্বা উচ্চতা।

৫. **পাশ্চাত্য গোলমুন্ড গোষ্ঠী** ঃ গাত্রবর্ণ— ফর্সা, নাসিকা— উন্নত, মস্তিষ্কের আকৃতি বা মুখমণ্ডল— গোলাকৃতি, দেহের গড়ন— সুঠাম, মাঝারি উচ্চতা।

৬. **নর্ডিক গোষ্ঠী** ঃ গাত্রবর্ণ— খুব ফর্সা, নাসিকা—উন্নত, মস্তিষ্কের গঠন বা মুখমণ্ডল— লম্বা, দেহের গড়ন— সুঠাম দেহ, মাঝারি থেকে দীর্ঘদেহী; চুলের রঙ অধিকাংশ ক্ষেত্রে লালচে বা ততো কালো নয়।

Define Culture.

Ans. সংস্কৃতির সংজ্ঞা ঃ সামাজিক আচার-আচরণ ও নিয়ম শৃঙ্খলার বিমূর্ত প্রকাশই হ'ল সংস্কৃতি। মানবীয় ভূগোলে সংস্কৃতি একটি কেন্দ্রীয় ধারণা। সামাজিক শিক্ষা, চেতনা ও ভাবাবেগের মধ্য দিয়ে এটি প্রকাশিত হয়। ব্যক্তি বা ব্যাক্তিবর্গের ভাষা, ধর্ম, খাদ্যাভ্যাস, কলা ও শিল্পচর্চা, ন্যায় ও নৈতিকতা, দৃষ্টিভঙ্গি প্রভৃতির মধ্য দিয়ে মানুষের জীবনশৈলির যে প্রকাশ ঘটে, তাকেই সংস্কৃতি বলা চলে। দার্শনিক এডওয়ার্ড টেলর বলেন "সংস্কৃতি হ'ল সেই জটিল সমগ্রক যা অন্তর্ভুক্ত করে জ্ঞান, বিশ্বাস, কলা, আইন, নীতি, প্রথা এবং মানুষের অর্জিত অন্যান্য ক্ষমতা ও অভ্যাস" ("that complex whole which includes knowledge, belief, art, law, morals, custom, and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society" — Edward Taylor, 1871)। নৃ-তত্ত্ববিদ **হার্সকোভিট্স** বলেন সংস্কৃতি হ'ল পরিবেশে মনুষ্য সৃষ্ট অংশ ("culture is the man-made part of the environment" — Herskovits, 1948)।

বিচারে জাতিগত শ্রেণীর সংজ্ঞা ও শ্রেণীবিভাগ বেশ জটিল সমস্যা সৃষ্টি করে। জাতিগত বা নৃ-তাত্ত্বিক শ্রেণী চিহ্নিতকরণের উপকরণসমূহ হ'ল ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের গাত্রবর্ণ, নাসিকা গঠন, চোখের আকার ও রং, মস্তিষ্কের আকৃতি, দেহ সৌষ্ঠব প্রভৃতি মানুষের অনেকগুলি বাহ্যিক শ্রেণীগত পার্থক্য চিহ্নিত করা সম্ভব। এর কতকগুলি বৈশিষ্ট্য যেমন — দেহগঠনে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত ও অর্জিত বৈশিষ্ট্যাদির মধ্যে প্রভেদ করা খুব সহজ নয়। পরন্তু অধিক মাত্রায় মিল লক্ষ্য করা যায় কোনো শ্রেণী-গোষ্ঠীগত বেশ কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রেই। শ্রেণী চিহ্নিত করণে এই সমস্যার সাধারণ সমাধানকল্পে অনেক সময়েই কেবল গাত্রবর্ণের সাহায্যে শ্রেণীবিভাগ করে এড়ানো হয়। কিন্তু এটি ঠিক নয়।

আমেরিকান নৃতত্ত্ববিদ **কার্লটন কুন** (Carleton S. Coon) মানব জাতির শ্রেণীবিভাগে ৫ টি নৃতাত্ত্বিক শ্রেণীর নির্দেশ করেছেন। এগুলি হ'ল — ১. **ককেসয়েড (Caucasoid)**, শ্বেতাঙ্গ শ্রেণী ২. **নিগ্রয়েড (Negroid)**, কৃষ্ণাঙ্গ শ্রেণী ৩. **ক্যাপয়েড (Capoid)**, বুশম্যান, হটেনটট্ জনজাতি ৪. **মঙ্গোলয়েড (Mongoloid)**, প্রাচ্য, অ্যামেরিন্ডিয়ান শ্রেণী ৫. **অস্ট্রেলয়েড (Australoid)**, অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসী ও পাপুয়া জনজাতি।

মেয়ার্স কনভারসেশনস্—লেক্সিকন (১৮৮৫-১৮৯০) নৃতাত্ত্বিক বিন্যাস (Meyers Konversations — Lexikon Ethnic Types) নিম্নরূপ ঃ

ককেসয়েড (Caucasoid) ঃ আরিয়ান (Aryan), সেমিটিক (Semitic), হ্যামিটিক (Hamitic)।

নিগ্রয়েড (Negroid) ঃ আফ্রিকান নিগ্রো (African Negro), খৈ খৈ (Khoi Khoi), মেলানেশিয় (Melanesian), নেগ্রিটো (Negrito), অস্ট্রেলয়েড (Australoid)।

মঙ্গোলয়েড (Mongoloid) ঃ উত্তর মঙ্গোল (North Mongol), চীনা ও ইন্দোচীনা (Indochinese), জাপানী ও কোরীয়ো (Japanese and Korean), মালয় (Maloy), পলিনেশীয় (Polynesian), মাওরি (Maori), মাইক্রোনেশীয় (Micronesian), এস্কিমো (Eskimo), অ্যামেরিন্ডিয়ান (Amerindian)।

অনিশ্চিত শ্রেণী (Uncertain Types) ঃ দ্রাবিড় ও সিংহলী (Dravida and Sinhalese)।

What are the elements essential to identify race?

Ans. জাতি বা নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী চিহ্নিতকরণের উপকরণ (Elements for identification of race or ethnicity) ঃ জাতি বা নৃ-তাত্ত্বিক গোষ্ঠী চিহ্নিতকরণের জন্য কতগুলি শারীরিক বৈশিষ্ট্য উল্লেখনীয়। এগুলি হল (ক) গাত্রবর্ণ (খ) নাসিকার গড়ন (গ) মস্তিষ্ক ও মুখমন্ডলের আকৃতি প্রভৃতি। মূলত এই বৈশিষ্ট্যগুলি দ্বারা জাতি বা নৃ-তাত্ত্বিক গোষ্ঠী ভুক্ত মানুষ চিহ্নিত করা গেলেও, কিছু ক্ষেত্রে কেশের রং, চোখের রং ইত্যাদি এই চিহ্নিতকরণে সাহায্য করে।

১. নেগ্রিটো গোষ্ঠী ঃ গাত্রবর্ণ— কৃষ্ণ-বাদামী, নাসিকা— চ্যাপ্টা, মস্তিষ্কের আকৃতি— গোলমুন্ড, দেহের গঠন— মজবুত, ক্ষুদ্র থেকে মাঝারি উচ্চতার শারীরিক গড়ন।

২. প্রোটো-অস্ট্রেলয়েড ঃ নেগ্রিটো গোষ্ঠীর ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে চেহারায় কেশের পার্থক্য ছাড়া আর বিশেষ কোনো উল্লেখযোগ্য পার্থক্য চোখে পড়ে না।

What do you mean by Ethnicity?

Ans. রাষ্ট্রসংঘ (United Nations) ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে বিতর্ক ও সমালোচনার প্রেক্ষাপটে জাতি (Race) শব্দটি বাদ দিয়ে কেবল নৃতাত্ত্বিক শব্দটি গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেন। জাতিগত শ্রেণী বলতে রাষ্ট্রসংঘ অনুসারে নৃতাত্ত্বিক শ্রেণীকেই নির্দেশ করা হয়। বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গিতে মানুষ একক শ্রেণীর বলাই সংগত। কিন্তু সমাজ পাঠে জনসংখ্যার জাতিগত ও নৃতাত্ত্বিক শ্রেণীবিন্যাস সম্পর্কে ধারণার প্রয়োজন হয়। যদিও নৃতাত্ত্বিক গঠন